দৈনিক বাংলা .. ৮৮ 21

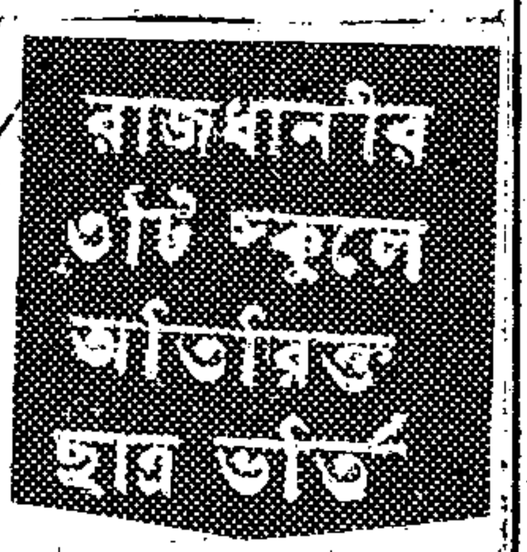

তারিখ 0 8 JAN 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজধানীর ৩টি স্কুলে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি

।।হাসান হাফিজ।।

রাজধানীর তিনটি মাধ্যমিক স্কুলে চলতি বছর কিছু অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনটি হলো: ভিকারুন নিসা নুন স্কুল, সরকারী ল্যাবরেটরী হাইস্কুল এবং বাংলা বাজার গার্লস হাইস্কুল।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদফতরের মহাপরিচালক ডক্টর এ এইচ এম করিম এক সাক্ষাৎকারে

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

ছাত্র ভর্তি

(১ম পৃঃ পর)

বলেন, সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে নতুন নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার চেয়ে বর্তমান স্কুলগুলির সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে ভর্তি সমস্যার অনেকটা লাঘব করা সম্ভব। যেমন একতলা ভবনকে দোতলা, তিনতলা করে, স্কুল চত্বরের অব্যবহৃত জায়গাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

তিনি জানান, সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর জন্যে গত বছর রাজধানীর আটটি বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলকে তিন লাখ টাকা করে মঞ্জুরী দেয়া হয়েছে।

সরকারী ল্যাবরেটরী হাইস্কুলে গতবছর অতিরিক্ত ১৭৫ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়। চলতি বছরের মার্চ নাগাদ আরো ১১৫ জন অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক জনাব মহিবউল্লাহ জানান, গতবছর অব্যবহৃত চারকক্ষের একটি হোস্টেলকে ক্লাসরুমে পরিণত করা হয়েছে। ভবনের একাংশের দোতলায় আটটি কক্ষ নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে। যথাসময়ে শিক্ষক ও আসবাবপত্র পাওয়া গেলে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান। অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তির কাজ সম্পন্ন হলে সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুলের ছাত্র সংখ্যা দাঁড়াবে সাড়ে এগারো শ।

ভিকারুন নিসা নুন স্কুলে অতিরিক্ত ছয়শ ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। আসছে ১৬ই জানুয়ারী চালু করা হচ্ছে নতুন শিফট। এজন্যে নতুন ১৯ জন শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত ছয়শ ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে।

স্কুলের প্রিন্সিপাল মিসেস হামিদা আলী জানান: নতুন শিফটটি দুপুর দেড়টায় শুরু হবে। চলবে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। সকালের শিফট শুরু হবে আটটার বদলে পৌনে আটটায়। চলবে দুপুর একটা পর্যন্ত। ভিকারুন নিসা নুন স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা আড়াই হাজার।

বাংলা বাজার গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মীর আমেনা শামসুদ্দিন জানান: এ বছর তাঁরা শ দুয়েক অতিরিক্ত ছাত্রী ভর্তি করতে পারবেন। এর মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীতে সবচেয়ে বেশী ছাত্রী ভর্তি করা হবে। তিনি জানান, স্কুল ভবনের দোতলায় নতুন আট নয়টি কক্ষ তৈরী করা হয়েছে। তবে অতিরিক্ত টিচার এখনো তারা পাননি। আসবাবপত্রও আসেনি। শীগগিরই এসবের ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন।

অভিভাবক মহল ক্রমবর্ধমান ছাত্র ভর্তি সমস্যার মুখে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তির এই উদ্যোগে কিছুটা আশান্বিত হয়েছেন। এই উদ্যোগ আরো সম্প্রসারিত এবং ত্বরান্বিত করা গেলে ছাত্র ভর্তির মত কঠিন সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত হতে পারে বলে তারা মনে করেন।